ভূমিকা

বাংলা আমার মাতৃভাষা, অসমীয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষা। আমার ঋণ দুই ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি।

যে রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবেশে শরৎসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় তেমন একটা পরিবেশ মোটামুটি আসামেও তখন ছিল। শরৎ-সাহিত্য ও শরৎ সমকালীন অসমীয়া উপন্যাসের বিশ্লেষণ এবং শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ, সংস্কার চেতনা ও মানবাভিমুখিতার প্রতিফলন সম্পর্কিত আলোচনাই গুরুত্ব পেয়েছে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে।

শরৎ সমকালীন অসমীয়া কাহিনীকারদের উপর শরৎ সাহিত্যের প্রভাব কোথায় কী ভাবে পড়েছে; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কী ভাবে শরৎ-সমকালীন অসমীয়া উপন্যাসিকরা শরৎচন্দ্র থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, উভয় ক্ষেত্রে চিন্তার সাদৃশ্য বা বিপ্রতীপ প্রবাহ কীভাবে দুটো ভাষার কথা সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, ইত্যাদির আলোচনাই বক্ষ্যমাণ গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্তমান আলোচনায় বিশশতকের প্রথমার্ধ (১৯০০ খ্রীঃ–১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ের ব্যাপ্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু আলোচনার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত তথা বাংলার নবজাগরণ হ'তে। আলোচনার শেষ বৎসর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরটিকে শেষ প্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ঐ জন্য যে, ১৯৩৮ সনে শরৎচন্দ্রের পরলোক গমন ঘটলেও, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে শরৎ-সাহিত্যের ভাব-সৃষ্টি প্রবাহ ভারতীয় উপন্যাস সাহিত্যকে বিশেষতঃ অসমীয়া কাহিনী সাহিত্যকে সিক্ত করেছে। 'শরৎচন্দ্র ও অসমীয়া উপন্যাস' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পেছনের দিকে প্রায়ই ফিরে যেতে হয়েছে। বিষয়ের তাগাদাই এর কারণ।

কয়েকটি বানান: সারণি/সারণী, দারিদ্র/দারিদ্র্য, ভঙ্গি/ভঙ্গী-র উভয় রূপই স্বীকৃত (দ্রঃ চলন্তিকা ও সংসদ অভিধান)। বর্তমান নিবন্ধে 'সারণি', দারিদ্র, ভঙ্গী/ভঙ্গি ও 'বাঙালী' প্রত্যক্ষ ও 'সম্পৃক্ত' – এই বানান ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় বহু গুণিজনের গ্রন্থের সাহায্য ও ব্যক্তিগত পরামর্শ সরাসরি গ্রহণ করছি। পিতৃতুল্য পূজ্যপাদ অধ্যাপক ড. শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় এই গবেষণায় নিরবধি পথের সন্ধান দিয়েছেন। গুরুঋণ অপরিশোধ্য; সে চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের প্রধান, 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অধ্যাপক' ও জাতীয় অধ্যাপক জ্যেষ্ঠতুল্য শ্রদ্ধেয় ড. শ্রী মহেন্দ্র বরা'র কাছে এই গবেষকের ঋণ অপরিসীম। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. শ্রী সুকুমার বিশ্বাস, ডি.লিট.গবেষণা ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টির প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাঁকে আমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছি। ড. বিশ্বাস মহাশয়ের সস্নেহ নির্দেশ ও পরামর্শ সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ ভাবে পেয়ে আমি ধন্য। তাঁদের তিনজনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হ'ল।

প্রণাম, মা আনন্দময়ীকে।

দেবরঞ্জন ধর

..২৭. জুলাই... : ১৯৮৪, শুক্রবার... বার।